"মিষ্টি বাচ্চারা - অসীম জগতের পিতা এসেছেন তোমাদের মতো বাচ্চাদের নিজের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে, তাই এখন বাবার হয়ে তাঁর শ্রীমতে চলতে থাকো"

*প্রশ্নঃ - বাবা তাঁর নিজের বাচ্চাদের উচ্চ ভাগ্য বানানোর জন্য কোন্ শ্রেষ্ঠ মত দেন ?

*উত্তরঃ - মিষ্টি বাচ্চারা, মৃত্যুর পূর্বে যতটা সম্ভব স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করে নাও, এতেই তোমাদের উপার্জন । আমার সন্তান হয়ে ভুল করেও কোনো পাপ কর্ম করো না । মায়ার যতই ঝড় আসুক না কেন, কিন্তু কখনোই পতিত হয়ো না ।

ওম্ শান্তি । শিব ভগবান উবাচঃ । বাচ্চারা, তোমরা তো বুঝতে পারবে যে, শিব বাবা আমাদের বোঝাচ্ছেন । তোমরা হলে সঙ্গমযুগী । তোমরা শিব বাবার সম্মুখে বসে আছো । কলিযুগী মানুষ শিব বাবার জড় মন্দিরে গিয়ে বসে । তফাৎ তো বুঝতে পারো, তাই না । বুদ্ধির তালা কিছু তো খোলো । তোমরা বুঝতে পারো, আমরা চৈতন্য শিব বাবার সম্মুখে বসে আছি । বাবা আমাদের সঙ্গে সম্মুখে বার্তালাপ করছেন । শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগ শেখাচ্ছেন, আর অন্যদিকে দেখো, মানুষ শিব বাবার পূজা করছে । অমরনাথ, কাশীতে যাচ্ছে তাঁকে খুঁজতে । তবুও তোমরা এ কথা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাও যে, আমরা শিব বাবার কাছে বসে আছি, যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় । তাঁর কতো মহিমা । তোমরা তাঁকে 'বাবা - বাবা' বলে ডাকো । তোমরা জানো যে, আমরা শিব বাবার মতে চলে বিশ্বের মালিক হওয়ার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি । ওরা মন্দির, তীর্থাদিতে ধাক্কা খেতে থাকে, আর তোমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো । দেখো, এতে কতো তফাৎ । তোমাদের তুলনায় ওরা কতো বুদ্ধু । শিব বাবা বলেন, আমি তোমাদের অনুগত সেবক । আমি তোমাদের উত্তরাধিকার প্রদান করতে এসেছি । ওরা গড ফাদারকে ডাকতে থাকে । এখানে তো তোমরা গড ফাদারের সম্মুখে বসে আছো । এখানে তোমাদের বুদ্ধিতে বসে, তাহলে ঘরে গেলে আবার কেন ভুলে যাও ? এখানে হলো তোমাদের দিন, ওখানে ওদের জন্য রাত । ওরা চিৎকার করতে থাকে, আর তোমরা সম্মুখে বসে থাকো আর বলো, তোমার কাছেই বসবো, তোমার কাছেই শুনবো, কিন্তু ঘরে গিয়ে আবার ভুলে যাও । মায়া বড় প্রবল । শিব বাবার সন্তান হয়ে পূজারী থেকে পূজ্য হওয়ার পুরুষার্থও করে, আবার বাইরে গিয়ে পূজারী হয়ে যায় । শিব বাবার জড় মন্দিরে যেতে থাকে ।

এখানে বাবা বোঝান - বাচ্চারা, শ্রীমতে চললেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । মূখ্য হলো পবিত্রতা । ওখানে ওরা জড় চিত্রের সামনে গিয়ে কাশী কলবট খায় । এখানে তোমরা তো চৈতন্যের কাছে বসে আছো । এখানে কাশী কলবট খাওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই । এখানে হলো জীবন্মৃত হয়ে যাওয়া । বাবা বলেন - তোমরা শ্রীমতে চলো । এখান থেকে বাইরে গেলেই বাবাকে ভুলে যায় । কখনো চিঠি ইত্যাদিও লেখে না । কেউ তো এমনও আছে, যাকে কখনো দেখাই যায়নি । তারা ছটফট করতে করতে চিঠি লেখে, আর যারা একসাথে সম্মুখে যায়, তারা বাইরে এসে আবার একদম ভুলে যায় । তোমাদের তো শিব বাবার কাছে বলিহারি যেতে হবে, তাই না । ভক্তিমার্গে শিব বাবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য কাশী কলবট (ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করতো) খেতো, কিন্তু ওভাবে তো ওরা মিলিত হতে পারতো না । বাবা এখন চৈতন্যে এসে বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা আমার হও । আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি । পবিত্র হওয়া ব্যতীত তোমরা তো যেতে পারবে না । তোমাদের পবিত্র বানাতে আমাকেই আসতে হয় । সর্বের সদগতিদাতা বাবা তোমাদের পাশে বসে আছেন । তিনি তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন, যা গীতার ভগবান শিখিয়েছিলেন । ওরা তো কৃষ্ণকে ভগবান বলে দিয়েছে । তোমরা জানো যে, গীতার ভগবান হলেন শিব

বাবা । তোমরা চিঠিও এভাবে লিখে থাকো -- শিব বাবা, কেয়ার অফ ব্রহ্মা বাবা । বাবা তোমাদের সম্মুখে বসে বোঝান । তবুও তোমাদের নেশা চড়ে না । আহা ! শিব বাবা তোমাদের দত্তক নিয়েছেন । তোমাদের তিনি ধর্মের সন্তান করেছেন কিন্তু সবাইকে তো তিনি এখানে রাখবেন না । তাঁর হাজার সন্তান আছে । সবাইকে তিনি এখানে কিভাবে রাখবেন, এতো জায়গা কোথায় ! বাবা বলেন -- তোমাদের নিজেদের ঘরেই থাকতে হবে । কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে । সবথেকে মিষ্টি যে অসীম জগতের বাবা, তোমরা তাঁর সন্তান হয়েছো ।

বাবা বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা কাম চিতায় বসে জ্বলে মরেছো । এখন তোমরা জ্ঞান চিতায় বসে দেবতা হও । মানুষ দেবতাদের পুজো করে, অথচ কিছুই বুঝতে পারে না । এও ড্রামার ভবিতব্য বলা হবে । তোমরা এখন চৈতন্য শিব বাবার পাশে বসে আছো । এমন গায়নও আছে যে - শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা করেন । বাবা বোঝান যে - বাচ্চারা, কোনো পাপ কর্ম করো না । দেহবোধে এসো না । তোমাদের তো চলতে ফিরতে সাজনকে (প্রেমিক) স্মরণ করতে হবে । যাঁকে তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করতে, তিনি এখন তোমাদের সেবায় উপস্থিত । তিনি হলেন আত্মিক সোস্যাল ওয়ার্কার । তোমাদের তিনি আত্মিক সেবা শেখান । সোস্যাল ওয়ার্কের হেডও তো হয়, তাই না । এ হলো আধ্যাত্মিক । ওরা হলো মনুষ্য সমাজের দেহের সেবাধারী । এখন দেখো ওরাও বলে গো হত্যা বন্ধ করো । তোমরা লিখতে পারো --একে অপরের ওপরে কাম কাটারি চালানো, এ হলো সবথেকে বড় অপরাধ । প্রথমে তো এসব বন্ধ করো । যার জন্য ভগবান বলেছেন -- কাম হলো মহাশত্রু, আদি - মধ্য - অন্ত দুঃখ দেয় । তোমরা গীতার ভগবানকে ভুলে গেছো । বাবা তো আশ্চর্য হয়ে যান । এক তো মানুষ অমরনাথে, পাহাড়ে ধাক্কা খেতে থাকে, তারা মনে করে পার্বতীকে ওখানে অমরকথা শোনানো হয়েছিলো । এখন একজন পার্বতীকে শোনালে কি হবে ! বাবা বোঝান, এরা সবাই হলো পার্বতী । সবাইকে তিনি অমর কথা শোনাচ্ছেন । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এখন মৃত্যুলোকে এসে পৌঁছেছো । আচ্ছা, লক্ষ্মী - নারায়ণ কোথায় গেলেন, তাঁরা কি আবার জন্মেছেন, নাকি জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছেন ? সূর্যবংশী রাজা - রানী, প্রজা, তারা সব কোথায় গেলেন ? অবশ্যই তারা সতোপ্রধান থেকে ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তমোপ্রধান হয়ে গেছেন । তোমরা তো বুঝতে পারছো, তাই না । এই ব্রহ্মার দ্বারা শিব বাবা বসে বোঝান । বাচ্চারা, আমি এখন তোমাদের ভাগ্য বানাতে এসেছি, তবুও তোমরা সেই ভাগ্যে গণ্ডি কেন টানো ! কিছু তো বোঝো । আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছি । তোমরা কি আমার মতে চলবে না ? তাহলে ঘরে গিয়ে কেন স্মরণ করতে ভুলে যাও । বাবা বার বার বোঝান বাচ্চারা, তোমরা এখন সঙ্গমযুগী । ওরা হলো কলিযুগী । তোমরা হলে পূজ্য আর ওরা পূজারী । তোমাদের বিভ্রান্তি এখন বন্ধ হয়েছে । যদিও ওরা তোমাদের নাস্তিক মনে করে, তোমরাও ওদের নাস্তিক বলো । ওরা বলে, তোমরা ভক্তি করো না, তাই নাস্তিক । তোমরা বলো, তোমরা বাবাকে জানো না, তাই তোমরা নাস্তিক । তোমরা বলো, আমরা হলাম আস্তিক । বাবাকে জেনে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি । তোমরা জানো না তাই ধাক্কা খেতে থাকো । কুম্ভমেলাতেও কতো লোক যায়, আবার দান - পুণ্য করে । বাবা এখন বলেন, তোমরা এইসব কথা ছাড়ো । তোমরা জ্ঞানের সাগরকে পেয়েছো, তাহলে আর কোথায় যাবে ? ইনি হলেন জ্ঞান নদী । জ্ঞান সাগরের কাছে তোমাদের জ্ঞান স্নান করাতে নিয়ে আসে । কতো ভালো ভালো বাচ্চা বাবার কাছে এসে আবার ফিরে গিয়ে পতিত হয়ে যায় । কেউ কেউ আবার বাবার মতে চলে । তারা জিজ্ঞেস করে বাবা, বিনাশী ধন কিভাবে সফল করবো । তখন তাদের বোঝানো হয় -- ডুবন্ত নৌকা থেকে যেটুকু পাওয়া যায় তাই ভালো । ভারতের সেবাতে লাগিয়ে তা সফল করো, কোনো সেন্টার খোলো । এই চিত্রও কতো বানানো হতে থাকে । বাবার কাছে এমন - এমন বাচ্চা আছে যারা বলে - যখন প্রয়োজন পড়বে তখন বাবা, আমাদের মনে করো, আমরা সাহায্য করার জন্য হাজির থাকবো । যজ্ঞের ভালো - ভালো কাজের জন্য দরকার হলে আমাদের বলো । বাবা বলেন - আমি কাউকে বলি না, যা করার তাই করো । আমি তো দাতা । আমি তো ভারতকে স্বর্গ বানাতে এসেছি, তোমরাও সেই স্বর্গে যাবে

। যতো করবে, তত পাবে কিন্তু যে জন্ম - জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথার উপরে আছে, তা দূর করতে হবে । না হলে এর অনেক সাজা । স্বর্গে তো যাবে কিন্তু সাজা ভোগ করা বাকি থাকলে উচ্চ পদ পেতে পারবে না । এই গায়ন তো রয়েছে - বাবার ধন হলো অফুরন্ত, অঢেল, উপচে পড়ছে । কোনো কিছুরই এনার পরোয়া নেই । বাবা বলেন - হুন্ডি আপনিই ভরে যাবে ।

বাচ্চারা, তোমাদের শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে, এতেই কল্যাণ । কখনোই অকল্যাণ মনে করো না । মনে করো, দিল্লী যাওয়ার সময় রাস্তায় যদি পা ভেঙ্গেও যায়, এতেও মনে করবে কল্যাণ আছে । আত্মা তো আর ভেঙ্গে যায় নি, পা ভেঙ্গে গেছে এতে ক্ষতি নেই । আমি তো তোমাদের আত্মার সঙ্গে কথা বলি । বাবা বোঝান যে, এ হলো রাবণ রাজ্য, তাই মানুষ জ্বালায় । আমরা কি ছিলাম আর বাবা আমাদের কি থেকে কি বানিয়ে দিয়েছে । দুনিয়ার পরিস্থিতি দেখো কি । বাবা এখন তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন, তাই তাঁর মতে চলা উচিত । তোমাদের কোনো পাপ কাজ করা উচিত নয় । গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকো । ব্যস, এই সত্যনারায়ণের কথা শুনতে থাকো । এই কথা কতো লম্বা । সম্পূর্ণ সাগরকে যদি কালি বানাও, তাও এ শেষ করা যাবে না । তাই বাবার মতে তো চলতে হবে, তাই না । তোমরা জানো, আমরা ভগবানের শ্রীমতে চলে রাজত্বের পদ পাই, মনুষ্য থেকে দেবতা হই । মৃত্যু তো সামনে উপস্থিত । হঠাৎ করে মানুষের হার্ট ফেল হয়, দুর্ঘটনায় মৃত্যুও হয় । বাবা বলেন - মৃত্যুর পূর্বে তোমরা খুব পুরুষার্থ করো । বাবাকে স্মরণ করতে করতে তোমরা তোমাদের উপার্জন করে নাও । অসীম জগতের পিতার হয়ে যদি কোনো পাপ কর্ম করো তাহলে একের শত গুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে । আবার লজ্জাও করবে যে, লোকে কি বলবে ? শিব বাবা বলেন - আমি ধর্মরাজের দ্বারা তোমাদের কড়া সাজা ভোগ করাই । তখন সেই সময় তো বলবেনই না যে, এ আমার বাচ্চা । এ হলো কড়া নিয়ম । জজের বাচ্চা পাপ করলেও তো কিছুই করা যাবে না । সাজা ভোগ করতেই হবে । তাই বাবা রোজ বোঝান - বাচ্চারা, পাপ কাজ কখনোই করো না । সবথেকে বড় পাপ হলো বিকারের । যদিও ঝড় অনেকই আসবে, বাইরে তো পাপ কাজ লেগেই আছে । একথা আর জিজ্ঞেস করো না । এ হলো বেশ্যালয় । মনে করো কোনো বড় মানুষকে তোমরা বোঝালে, আর সে স্টুডেন্ট হয়ে গেলো, তখন বলবে, এর ব্রহ্মাকুমারীর জাদু লেগেছে । বড় - বড় মানুষ এসে লেখেও, বরাবর আপনারা সত্যি কথা বলছেন । গীতার ভগবান বরাবর শিব, নাকি শ্রীকৃষ্ণ । আচ্ছা, এরপর বাড়িতে ফিরে গিয়েই সব ভুলে যায় । এখানে খুব পরিশ্রম করতে হয় ।

বাবা বোঝান -- মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা ভুলে যেও না । মায়া বড় প্রবল । বাবার স্মরণ হলো পারদের মতো, চট করে ভুলে যায় । বাবা বলেন - যদিও তোমরা গৃহস্থ জীবনে থাকো কিন্তু পবিত্র থাকো । পুরুষার্থ তো করতে হবে তাই না । বাবা তো এক একজন বাচ্চাকে খুব আদর করে বলেন - এখন আমার সন্তান হয়ে আর কোনো পাপ কাজ ক'রো না । বাবাকে তো জেনে গেছো, তাই না । এই সৃষ্টিচক্রের রহস্যও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । বিদ্বান, পণ্ডিত, আচার্য তো নিজেকে 'শিবোহম' বলে পুজো করায় অনেক সন্ন্যাসীরা হরিদ্বারে গিয়ে থাকে । তারা সারাদিন বলতে থাকে, শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা । বাবা কতো ভালোভাবে বসে তোমাদের বোঝান । এমন মহিমাও আছে যে, অকালমূর্তি ।অকাল সিংহাসন কোনো অবিনাশী সিংহাসন নয় । অকালমূর্তি বাবার এই রথ হলো আসন । তোমাদের যেমন এই দেহ হলো রথ । বাবাও বলেন, আমি এই রথ নিয়েছি ভ্রুকুটিতে একদিকে চেলা আর একদিকে গুরু বসে আছে । অবশ্যই এর পাশে এসে বসবো তাই না । আমিও হলাম বিন্দু । এতো বড় কিছু নই ।

মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, এ হলো তোমাদের সত্যি - সত্যি স্মরণের চৈতন্য যাত্রা । বাপদাদা দুজনেই একত্রিত হয়ে আছেন । বাপদাদার অর্থ কেউই বুঝতে পারে না । টেলিগ্রামে সই করা হয় 'বাপদাদা' । কেউই বুঝতে পারে না । আরে, শিববাবা তোমাদের বাবা । প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো দাদা হলেন, তাই না । তাহলে 'বাপদাদা' হলো, তাই না । বাবা এখন বলছেন - আমি এসেছি এনার দ্বারা তোমাদের উত্তরাধিকার প্রদান

করতে । শিববাবা তোমাদেরও । প্রজাপিতা ব্রহ্মাও সকলের বাবা হয়ে গেলেন । উত্তরাধিকার শিববাবার থেকেই পাওয়া যায় । তাহলে সই তো এভাবেই করবেন । তাঁদের বাপদাদা বলা হয় । শিববাবা বলেন, তোমরা আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো, তাও বুদ্ধিতে বসে না । প্রদর্শনীতে হাজার মানুষ আসে । তাদের মধ্যে ৮ বা ১০ জন বোঝার জন্য আসে । তাদের মধ্যেও পরবর্তীকালে ধীরে - ধীরে এক - দুইজন অবশিষ্ট থাকে । কোটিতে কয়েকজন, এমন গায়ন আছে । তাহলে কতো প্রদর্শনী করা দরকার যাতে কোটিতে কয়েকজন বের হবে কেউ তো আবার চার - পাঁচ বছর এসে আবার হারিয়ে যায় । বাবাকে তালাক দিয়ে দেয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণে স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) শিব বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে হবে অর্থাৎ জীবন্মৃত হতে হবে । শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে ।

২) শিব বাবার সন্তান যখন হয়েছো তখন কোনো পাপ কর্ম করা চলবে না । পবিত্র হয়ে নিজের কল্যাণ করতে হবে ।

বরদানঃ- জ্ঞানের গুহ্য কথা শুনে তা স্বরূপে নিয়ে এসে জ্ঞানী তু আত্মা ভব

জ্ঞানী তু আত্মারা প্রতিটি বিষয়ের স্বরূপের অনুভব করে । যেমন শোনা ভালো লাগে, গুহ্যও মনে হয়, কিন্তু শোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্লীন করা অর্থাৎ স্বরূপ হওয়া - এরও অভ্যাস হওয়া উচিত । আমি আত্মা নিরাকার - একথা বারবার শোনো কিন্তু নিরাকার স্থিতির অনুভাবী হয়ে শোনো । যেমন পয়েন্ট, তেমন অনুভব । এতে শুদ্ধ সঙ্কল্পের সম্পদ জমা হতে থাকবে আর বুদ্ধি এতেই ব্যস্ত থাকবে, ফলে ব্যর্থ সঙ্কল্পের থেকে সহজেই কিনারা করে নেবে ।

স্লোগানঃ- নলেজ এবং অনুভবের ডবল অথরিটি সম্পন্ন যারা, তারাই মস্ত ফকির, রমতা যোগী ।

অব্যক্ত ইশারা :--- পরোপকারের ভাবনায় সম্পন্ন হয়ে অপকারীর প্রতিও উপকার করো

কোনো কথা বা বিষয় ফীল করা হলো ফেল করার নিদর্শন । যে যতই অপকারী হোক, তোমাদের দৃষ্টি এবং বৃত্তি যেন উপকারী হয় । যতো অধিকারী, ততই নিরহংকারী । জ্ঞানে চলার পরে যে স্ব - অভিমান এসে যায়, তারও ত্যাগ করতে হবে । যখন এমন ত্যাগের বৃত্তি আর দৃষ্টি হবে, তখন স্মৃতিতে বাপদাদা থাকবে আর মুখেও এই বাণী থাকবে ।